গাংনীর কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, ভিডিও করতে গিয়ে দুই সাংবাদিককে মারধরের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা চলাকালে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা, মারধর ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পরীক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা দেওয়ার দৃশ্য ভিডিও করতে গিয়ে হামলার শিকার হন নাগরিক টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রাব্বি এবং দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তারিক। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক রাব্বি জানান, ৫০০ টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা লেখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে যান। সেখানে গিয়ে তারা পরীক্ষার্থীদের বই খুলে পরীক্ষা দিতে দেখতে পান। বিষয়টি ভিডিও ধারণ করতে গেলে কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লবসহ দুই শিক্ষক তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা চালান বলে অভিযোগ করেন তিনি।

দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তারিক বলেন, “আমরা পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখতে পাই, সকল পরীক্ষার্থী বই দেখে নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুই শিক্ষক আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে তারা আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় আমাদের ধারণ করা দুটি মোবাইল ফোন এবং নাগরিক টেলিভিশনের বুম মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে আমাদের একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। সেখান থেকে কৌশলে বের হয়ে এসে আমরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছি।”

হামলায় আহত রাব্বি ও তারিককে গাংনী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তারা ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিতে

গাংনী থানায় উপস্থিত হন।

এদিকে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে মেহেরপুরের সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। জেলার সাংবাদিকরা ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে বাধা, হামলা, আটকে রাখা এবং তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “ঘটনাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে থানায় এসে অভিযোগ করা হলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। কারা হামলার সঙ্গে জড়িত, কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সরঞ্জাম নেওয়া হয়েছে কি না, সবকিছুই খতিয়ে দেখা হবে।”

তিনি আরও বলেন, “তদন্তে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে।”

অভিযোগের বিষয়ে কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লবসহ সংশ্লিষ্ট অন্য শিক্ষকদের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। তাদের বক্তব্য পাওয়া গেলে প্রতিবেদনে তা যুক্ত করা হবে।

মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মোনাখালী উত্তরপাড়ার জাকিরুল ইসলামের ছেলে

নাইদ ইসলাম (৩২), খোকনের ছেলে রায়হান শেখ (৫২) এবং বল্লভপুর গ্রামের মৃত সনজিৎ মণ্ডলের ছেলে রূপক মণ্ডল (৩০)। তাদের মধ্যে নাইদ ইসলাম ও রায়হান শেখের কাছ থেকে হেরোইন এবং রূপক মণ্ডলের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, মুজিবনগর থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার, ওয়ারেন্ট তামিল ও বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় পুলিশের একটি দল মোনাখালী গ্রামের জনৈক লাল মিয়ার কলাবাগানের সামনে পাকা সড়কে পৌঁছালে পুলিশের পোশাক দেখে দুই ব্যক্তি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় পুলিশ তাদের আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১০ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

অপর একটি অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বল্লভপুর গ্রামের রূপক মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় তাকে তার বসতবাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে রূপক মণ্ডল তার বাড়ির বিছানার তোষকের নিচ থেকে ১৫০ গ্রাম গাঁজা বের করে দেন। পরে তাকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে। তারা এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান তিনি।

আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। মুজিবনগরকে মাদকমুক্ত করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওসি উত্তম কুমার দাস।

মেহেরপুরে ১০৮টি হারানো

মোবাইল ও ১৭ লাখ টাকা উদ্ধার করলো পুলিশ

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১০৮টি হারানো মোবাইল ফোন এবং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ১৭ লাখ ৪৩ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে জেলা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্ধার করা মোবাইল ফোন ও টাকা ভুক্তভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ জানায়, ২০২৬ সালের জুন ও জুলাই এই দুই মাসে জেলার বিভিন্ন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ১০৮টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। একই সময়ে ২৬টি ফেসবুক আইডিও উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া অর্থের তিনটি মামলায় ১৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকা এবং ভুলক্রমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অন্যের কাছে চলে যাওয়া টাকা সংক্রান্ত ছয়টি জিডির ভিত্তিতে আরও ৫৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে উদ্ধার করা ১৭ লাখ ৪৩ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, অনলাইন জুয়া, বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে ভিসা জালিয়াতি, বিকাশ প্রতারণা ও অনলাইন কেনাকাটাসহ বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা দিতে কাজ করছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাইবার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে হেযবুত তওহীদের সংবাদ সম্মেলন

হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের নিয়ে মিথ্যাচার, ফতোয়াবাজি ও হুমকি’র অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদ এবং সদস্যদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে মেহেরপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছে হেযবুত তওহীদ।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেরপুর প্রেসক্লাবে জেলা হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন হেযবুত তওহীদের কুষ্টিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক আমির মো. জসেব উদ্দীন। এতে সভাপতিত্ব করেন এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের সভাপতি মো. আব্দুস সালাম। আরও বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মো. শরিফুল ইসলাম, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মাহমুদ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ১ আগস্ট নোয়াখালী জেলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হেফাজতে ইসলামের একটি সমাবেশে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। সংগঠনটির দাবি, ওই সমাবেশে হেযবুত তওহীদের ইমাম ও সদস্যদের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক ও হিংসাত্মক বক্তব্যের পাশাপাশি সংগঠনটির স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং দেশ থেকে উৎখাতের হুমকি দেওয়া হয়।

হেযবুত তওহীদের অভিযোগ, সমাবেশে অংশগ্রহণকারী নারীদের নিয়েও অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের দেওয়া নির্দিষ্ট শর্তগুলোও সমাবেশে যথাযথভাবে মানা হয়নি বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়। এছাড়া ফটিকছড়িতে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে পেশ করা ৯ দফা দাবির ৬ নম্বর দফায় হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন, এসব বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের কারণে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। তারা দাবি করেন, এর আগেও উগ্রবাদীদের ইন্ধনে পোরকরা গ্রামে হেযবুত

তওহীদের ইমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের গ্রামের বাড়িতে কয়েক দফা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় সংগঠনটির দুই সদস্য নিহত এবং শতাধিক সদস্য আহত হয়েছেন বলেও সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলন থেকে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম এবং সচেতন নাগরিকদের উগ্রবাদ, মব সহিংসতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মুজিবনগরে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ২০২৬ (হিজরি ১৪৪৮) উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৬ আগস্ট বেলা ১১টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতীয় কর্মসূচির আলোকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবু শাহামা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি অমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর থানার তদন্ত কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান এবং উপজেলা ইমাম কমিটির সভাপতি তৌহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আলোচনা সভায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর তাৎপর্য এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করে বিশেষ

আমঝুপি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. হাসিবুর জামান স্বপন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিএসসি হাবিবুর রহমান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. হাফিজুজ্জামান এবং সহকারী শিক্ষক মো. আবুল হাসান, মো. বশির আহমেদ, মো. রাফিউল ইসলাম, মো. রকিবুল ইসলাম, মো. রাজু রহমান, মো. হাবিবুর রহমান, মো. রিপন, মো. ইব্রাহিম খলিল, মো. রুবেল হোসেন, মো. তুষার ইমরান, মোছা. শাহানাজ খাতুন ও নার্গিস চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। পরে শিক্ষার্থীরা হামদ ও নাত পরিবেশন করেন। হামদ-নাত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

এ সময় বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন, আদর্শ ও মানবতার শিক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানে মো. শহীদুল ইসলামসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

তালাক দেওয়ায় কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে হাত বিচ্ছিন্নের অভিযোগ, অভিযুক্ত সায়ন আটক

প্রেম নয়, তালাক দেওয়াকে কেন্দ্র করে কলেজছাত্রী স্মৃতি খাতুনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। হামলায় স্মৃতির ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তার বাবা সেলিম হোসেন ও মা রেবেকা খাতুনকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহত তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অভিযুক্ত সায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন ও মেয়ে স্মৃতি খাতুন নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত দেড়টার দিকে জানালা দিয়ে সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে সায়ন। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতির ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

একপর্যায়ে কুপিয়ে তার ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা ছুটে এলে সায়ন তাদের ওপরও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে সায়ন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে গুরুতর আহত তিনজনকে

উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন সায়ন। বুধবার (২৬ আগস্ট)

সকাল ৭টার দিকে শহরের মল্লিকপাড়ার একটি আমবাগান থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে, সকালে র্যাবের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর জানান, সায়ন ও স্মৃতির মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আগে তারা বিয়ে করেন। বিয়ের কয়েকদিন পর দাম্পত্য কলহের জেরে স্মৃতি সায়নকে তালাক দেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

তিনি আরও জানান, আটক সায়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে হামলার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

মেহেরপুরে তরুণীর হাত কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন, অভিযুক্ত সায়ন আটক

মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় বাড়িতে ঢুকে এক তরুণীর ডান হাত কুপিয়ে কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তরুণীর বাবা ও মাকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। ঘটনার পর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

বুধবার (২৬ আগস্ট) রাত দেড়টার দিকে লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেন, তাঁর স্ত্রী রেবেকা খাতুন এবং তাঁদের মেয়ে স্মৃতি

আক্তার। হামলায় স্মৃতি আক্তারের ডান হাত কবজির ওপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত দেড়টার দিকে সায়ন সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতি আক্তারের ওপর হামলা চালান। একপর্যায়ে কুপিয়ে তাঁর ডান হাত কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তাঁর বাবা-মা এগিয়ে এলে তাঁদের ওপরও হামলা চালানো হয়। এতে সেলিম হোসেন ও রেবেকা খাতুন আহত হন। পরে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান সায়ন।

চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আহত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটকের জন্য অভিযান শুরু করে।

পরে শহরের মল্লিকপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে সায়নকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। অভিযুক্ত সায়ন ওই এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবীর বলেন, “ঘটনার পর অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। হামলার কারণ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।”

এদিকে, বাড়িতে ঢুকে এমন নৃশংস হামলার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কী কারণে এই হামলা এবং এর পেছনে কোনো পূর্ববিরোধ বা সম্পর্কের বিষয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মেহেরপুরে প্রেমিকার হাতের

কব্জি কেটে বিচ্ছিন্ন করলো প্রেমিক, বাবা-মাও আহত

মেহেরপুর শহরে গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকার ডান হাত কুপিয়ে কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে প্রেমিকার বাবা ও মাকেও কুপিয়ে আহত করে পালিয়ে যায় ওই যুবক।

মঙ্গলবার দিবাগত গত রাত দেড়টার দিকে শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন এবং তাদের মেয়ে স্মৃতি আক্তার। এ ঘটনায় স্মৃতি আক্তারের ডান হাত কবজির ওপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

অভিযুক্ত শায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত দেড়টার দিকে সায়ন সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে তার মেয়ে স্মৃতি আক্তারের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। একপর্যায়ে কুপিয়ে স্মৃতির ডান হাত কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মেয়ের চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা এগিয়ে এলে তাদেরও কুপিয়ে আহত করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে। মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অভিযুক্ত শাইওনকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে। হামলার কারণ ও পূর্ববিরোধের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চল্লিশ বছর পর বন্ধ হলো মেহেরপুরের হিজুলী মাঝপাড়ার রাস্তা, চরম ভোগান্তিতে বাসিন্দারা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলী মাঝপাড়ায় প্রায় ৪০ বছর ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত একটি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। হিজুলী গ্রামের আওলাদ মালিথার ছেলে সোনা ও কামালের বিরুদ্ধে রাস্তাটি অবরুদ্ধ করার অভিযোগ এনেছেন ভুক্তভোগী পরিবারগুলো।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ চার দশক ধরে মাঝপাড়ার সাধারণ মানুষ এই পথ দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে আসছিলেন। তবে সম্প্রতি সোনা ও কামাল কোনো ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই রাস্তাটিতে বাধা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। এর ফলে পাড়ার একাধিক পরিবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিরা। জরুরি প্রয়োজনে বা দৈনন্দিন কাজে ঘরের বাইরে বের হওয়ার কোনো বিকল্প পথ না থাকায় মারাত্মক কষ্টে দিন কাটছে তাদের।

ভুক্তভোগী বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত সামাজিক এই পথটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার আপস-মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও অভিযুক্তরা তা আমলে নেননি বলে অভিযোগ করেন তারা। দ্রুত চলাচলের পথটি উন্মুক্ত করে স্বাভাবিক যাতায়াত নিশ্চিত করতে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে কামাল, যিনি মৃত আওলাদ মালিথার ছেলে, বলেন, “এটা আমাদের

নিজস্ব সম্পত্তি। এই ৯-১০টি পরিবারকে আমরা এ যাবৎ যাতায়াত করতে দিয়েছি। যাতায়াত করতে দেওয়ার পরও তারা আমাদের বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করেন। এ কারণে আমরা রাস্তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।”